দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 5 APR 2009
পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৫

মাদ্রাসা সম্পর্কে ভুল বুঝাবুঝির অবসান

এদেশের মাদ্রাসাগুলো একশ্রেণীর মিডিয়ার গোয়েবলসীয় প্রোপাগান্ডার শিকার। মাদ্রাসার মত সুশৃঙ্খল, আইন অনুবর্তী ও নিয়মতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ঢালাও কলঙ্ক লেপনের অপচেষ্টার বিরাম নেই। এই মিথ্যা প্রচারণা বন্ধ করতে হবে। তাহলেই ধূম্রজাল কেটে গিয়ে আরোপিত ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটবে। সবার কাছে দিবালোকের মত স্পষ্ট হবে, বাংলাদেশে কোন ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাসীদের আশ্রয়-প্রশ্রয়দানের কোন সুযোগ নেই। একথা ঠিক, সাম্প্রতিককালে জঙ্গীবাদ বিশ্বের অন্যতম প্রধান সমস্যা হিসেবে আভির্ভূত হয়েছে। সেই সাথে এটাও ঠিক, মাদ্রাসা শিক্ষায় প্রকৃত শিক্ষিত হয়ে কেউ সন্ত্রাসী হতে পারে না। এটাই বার বার প্রমাণিত হয়েছে, মাদাসা শিক্ষা সন্ত্রাসকে কখনোই প্রশ্রয় দেয় না বরং সন্ত্রাসী হওয়ার মানসিকতাকে পরিবর্তন করে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে সাহায্য করে। এই সত্য কথনে সমর্থন জানিয়ে আইনমন্ত্রী দেশে মাদ্রাসা শিক্ষার সুষ্ঠু বিকাশে সরকারের আন্তরিক সহযোগিতার কথা দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন, কওমী মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা ধর্মীয় জ্ঞান লাভের পাশাপাশি যাতে কম্পিউটার, চিকিৎসা বিজ্ঞান ও স্থাপত্য বিজ্ঞানে উচ্চশিক্ষা লাভ করতে পারে সে ব্যবস্থা করা হবে, তারা বিসিএস পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবে। উত্তীর্ণদের সার্টিফিকেট দেয়া হবে এবং সে সার্টিফিকেট সরকারী চাকরি লাভে গ্রহণযোগ্যতা পাবে। আইনমন্ত্রীর এই বক্তব্য আশাব্যঞ্জক ও অনুপ্রেরণাদায়ক। আমাদের বিশ্বাস, মাদ্রাসা শিক্ষা সম্পর্কে আইনমন্ত্রীর এই উচ্চারণে সৃষ্ট বিভ্রান্তির অবসান হবে। এছাড়া জাতির বৃহত্তর স্বার্থে কওমী মাদ্রাসা সম্পর্কে মহল বিশেষের ঢালাও অপপ্রচারেরও এখানেই ইতি ঘটলে সবারই তাতে মঙ্গল।

স্বার্থপরতা, সংকীর্ণতা আর সহিংসতার বিষবাষ্পে অস্থির বর্তমান বিশ্বে শান্তির জন্য লালায়িত প্রতিটি মানুষ। শান্তির ধর্ম ইসলামের শিক্ষা অনুসরণ করে সুখী-সমৃদ্ধ জীবন গঠন এবং উন্নয়নের লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন পরমতসহিষ্ণুতা, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও ন্যায়বিচারের প্রতি অবিচল আস্থা। বলাবাহুল্য, ইসলামের এই মহান শিক্ষার আলোয় সঞ্জীবনের মধ্য দিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের আগামী দিনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার উপযোগী করে নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সাথে গড়ে তোলা হয় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকা মাদ্রাসাগুলোতে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এদেশে আলোকিত মানুষ গড়ার শিক্ষাঙ্গন মাদ্রাসাগুলোর বিরুদ্ধে বিষোদগার, অপপ্রচার ও নানামুখী ষড়যন্ত্র সবসময়ই হয়েছে। ভালভাবে না জেনেশুনে মাদ্রাসা শিক্ষা তথা ইসলামী শিক্ষার বিরোধিতা করা দীর্ঘদিন ধরে কোন কোন মহলের মজ্জাগত হয়ে দাঁড়িয়েছে। তথ্য-উপাত্ত, সাক্ষ্য-প্রমাণ এবং বাস্তবতার সাথে সামান্যতম মিল না থাকা সত্ত্বেও পূর্ব ধারণার বশবর্তী হয়ে কেবল বিরোধিতার খাতিরে বিরোধিতাও থেমে নেই। এখানে বলা প্রয়োজন, ইসলাম কখনো সন্ত্রাসবাদ সমর্থন করে না এবং মাদ্রাসা শিক্ষার সাথে জঙ্গীবাদের কোন সম্পর্ক নেই। তথাপি জঙ্গীবাদের ন্যায় গর্হিত ও ঘৃণ্য অপতৎপরতার সাথে দ্বীনী শিক্ষাঙ্গনের নাম জড়িয়ে ঢালাও অভিযোগের ফলে অনাবশ্যক ঝামেলা ও ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হয়, যা সম্পূর্ণরূপে অনভিপ্রেত ও অনাকাঙ্ক্ষিত। এক শ্রেণীর সুবিধাবাদী লোকের ক্রমাগত প্রচারণা ও নির্জলা মিথ্যাচারে বিভ্রান্ত হয়ে কেউ যেন এই মনগড়া ধূম্রজালে আচ্ছন্ন না হন সেটাই বিশেষভাবে কাম্য।

মানবতাবিরোধী সন্ত্রাস কিংবা জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে দেশের ছাত্র, শিক্ষক, পেশাজীবী ও বুদ্ধিজীবীদের পাশাপাশি আলেম-ওলামারাও একমত। মহলবিশেষের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করার জন্য দেশে জঙ্গীবাদ উস্কে দিয়ে যারা ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপে মদদ যোগাচ্ছে সবার আগে তাদের খুঁজে বের করা প্রয়োজন। এজন্য বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংগঠনের পাশাপাশি কওমী মাদ্রাসাগুলোকেও সর্বান্তকরণে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। উদ্দেশ্যমূলকভাবে কেউ যাতে সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদের মত ঘৃণ্য ও অনৈতিক কাজে প্রাগ্রসর ও আলোকিত মানুষ গড়ার শিক্ষাঙ্গন মাদ্রাসাগুলোকে ব্যবহার করে অবৈধ ফায়দা হাসিল করতে না পারে সেজন্য সবাইকে সজাগ ও অতন্দ্র থাকতে হবে। বেশ কিছুদিন ধরে একটি মহল নানা কথায় ও কাজে কার্যত ইসলামের সাম্য, ভ্রাতৃত্ব, সহনশীলতা ও মূল্যবোধের বিরুদ্ধে উদ্দেশ্যমূলক কুৎসা ও সূক্ষ্ম বিদ্বেষমূলক প্রচারণায় লিপ্ত। নাইন ইলেভেনের পর এই প্রচার প্রোপাগান্ডা জোরদার হয়েছে এবং জঙ্গীবাদের সাথে ইসলামের সম্পর্ক আবিষ্কারের লক্ষ্যে নানা কল্পিত গালগল্প ও বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে। বাস্তবোচিত বিবেচনায় না গিয়ে ইসলামী শিক্ষার মূল অঙ্গন মাদ্রাসার সাথে জঙ্গীবাদকে জড়িয়ে মন্তব্য করা হচ্ছে। অথচ শান্তিময় জীবন বিধান ইসলামের সাথে সন্ত্রাস অথবা জঙ্গীবাদের দূরতম সম্পর্কও নেই। কূপমণ্ডূকতার চর্চা মাদ্রাসাগুলোতে কস্মিনকালেও করা হয় না বলে সেখানে সমাজবিরোধী মনমানসিকতাসম্পন্ন লোক তৈরী হওয়ার কোন সুযোগ নেই।